দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গদ্য সাহিত্য

বাংলা গদ্যসাহিত্য প্রসারের অন্যতম উদ্যোগী উইলিয়াম কেরি এই বরিন্দেই অবস্থান করেছিলেন দু-শো দশ বছর আগে। মদনাবতীতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন আরেক গদ্যকার রামরাম বসু। কিন্তু তাঁদের প্রদর্শিত পথ ধরে প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে এই জনপদে কোনও গদ্য রচিত হয়েছিল কি না তার নমুনা মেলেনি।

স্বাধীনোত্তর যুগে এখানে ছড়া-কবিতা রচয়িতার তালিকা যতটা দীর্ঘ হয়েছে, গদ্যলেখকদের তালিকা ততটা নয়। এখানকার গল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা প্রভৃতির সংখ্যা নেহাত কম না হলেও গ্রন্থের সংখ্যা হাতে-গোনা।

মুহা. আব্দুল ওয়াহাব পেশায় গাজোল এইচ এন এম হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। ২০০৭-এর জানুয়ারিতে তাঁর গল্পগ্রন্থ 'বেদনার বালুচর'[১] প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে আটটি গল্প মুদ্রিত হয়েছে। 'স্টাইপেন্ড স্টাইপেন্ড' গল্পে ওয়াকফের ম্যানেজারের হিন্দি সংলাপ বেশ প্রাঞ্জল। প্রকৃত দরিদ্র স্টাইপেন্ড পায় না। "ম্যানেজারের মনে ধরা সুন্দরী যুবতী, যারা চোখে মুখে বুকে সদ্য-ফোটা যৌবনের নোটিশ টাঙিয়ে বেড়ায়" (পৃ.৪) তাদের হাতে চলে যাচ্ছে স্টাইপেন্ডের টাকা। 'হতাশার সাগর-তীরে' গল্পে টাকা ধার না-পাওয়া রফিকের

মর্মযন্ত্রণা ব্যক্ত হয়েছে। 'আবিষ্কার' গল্পে সাইকেলে চড়া নিয়ে বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটেছে লেখকের।

গ্রন্থটির সেরা গল্প 'নিষ্ঠুর প্রতিদান'। গল্পটিতে সামরিক জীবনকে ফাঁকি দিয়ে লেখক নীলা নামের একটি মেয়েকে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু বাড়ি ফিরে নীলা আর লেখককে প্রশ্রয় দেয় না। 'ছেঁড়া ডায়েরির পাতা থেকে' গল্পে এক স্নেহাতুর শিক্ষকের সঙ্গে বকুল নামের এক ছাত্রের অব্যক্ত সম্পর্ক প্রতিবিম্বিত হয়েছে। 'বিদায়' গল্পে নিঃসন্তান আমিনা তার ভাসুরের ছেলে মনিরকে বড় করে কলকাতায় পাঠানোর সময় বাৎসল্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। ইয়াসমিন-মাহফুজের প্রেমের উন্মেষ ও তার ট্রাজিক পরিণতিতে 'স্মৃতি বড় বেদনাময়' গল্পটি হয়েছে পুষ্ট। 'দৃষ্টিপথের শেষ সীমানায়' গল্পে দরিদ্র মজুরের ছেলে মাতিন ইদে নতুন জামা পায়নি। মাতিনের মা আমিনার করুণ চোখ দুটি ভরে উঠেছে মাতিনের খেলার সাথী ছেঁড়া গেঞ্জি পরা মইনকে দেখে। এ ভাবেই তাঁর গ্রন্থের শেষ গল্পের সমাপ্তি। ওয়াহাবের গদ্যের বাঁধন দৃঢ়। শব্দচয়নে সংযম আছে। কিন্তু গল্পের ক্লাইম্যাক্স বড্ড দুর্বল।

১৪১৫ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ প্রকাশিত হয়েছে ফিরোজ সরকার মুন্নার 'সিদ্দিকুল্লাহ ও মুসলমান'[২]। বামনগোলার পাকুয়াহাটের সংস্কারপিপাসু যুবক ফিরোজের তিনটি গল্প বইটিতে সংকলিত হয়েছে। তিনটি গল্পেই ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কলমের খোঁচা দিয়েছেন তিনি।

ফিরোজের প্রথম গল্প 'হারেম অথবা প্রথম লিঙ্গ' আকারে বড়। মুসলমান নারীর স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে গল্পের সিংহ ভাগ জুড়ে

আদিরসকে প্রশ্রয় দিয়েছেন গল্পকার। গল্পের নায়িকা বেগমের প্রথম মিলনে সতীচ্ছদ ফেটে রক্ত বেরোয়নি বলে তার স্বামী হাসু পাড়ায় বিচার বসায়। এজন্য বিচারপতি তাকে পতিতা ও শয়তান বলে অভিহিত করে। আর হাসু তাকে তিন মাসের জন্য তালাক দিয়ে অন্য নারীকে বিয়ে করে। বেগমকে ভিক্ষে করে খেতে বলে। বেগম কিন্তু আর ফেরত যায়নি। বরং নিজে যৌনশিল্পী হয়ে পাড়ায় পুরুষদের মনোরঞ্জন করতে থাকে। পাড়ার সব পুরুষের চরিত্র নষ্ট করার সংকল্প নেয়। কেননা সে উপলব্ধি করেছে, "নারীর তো নিজের ঘর নেই। তাই আবার তালাকের পর অন্য পুরুষের ঘরে যেতে হয়।" (পৃ.২৭)

গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্পের শিরোনাম 'সিদ্দিকুল্লাহ ও মুসলমান'। গল্পের নায়ক ইমরান চাকরি না পেয়ে গোরু পাচার করে। নিষিদ্ধ রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বলে পুলিশের কাছে খবর আছে। পিছিয়ে-পড়া মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে এ গল্পে। অসহায় বৃদ্ধ পিতা আকবর ছেলে ইমরানের পথ চেয়ে বসে থাকেন। তাঁর আর্তি, "পৃথিবীর সব বাপ এক রে। খুদা, পৃথিবীর সব বাপের সব ব্যাটা যেন ভালো থাকে।" (পৃ.৪৪)

'এবং কোরান' গল্পে ধর্মাচরণের চেয়ে মনুষ্যত্বকে বড় করে দেখিয়েছেন ফিরোজ। গল্পের নায়িকা আনসারি ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে বাঁকা কথা বলায় তার বাবা ক্ষিপ্ত হন। লেখক ও আনসারির মা আনসারির পক্ষেই মত দিতে গিয়ে ধর্মাচার নিয়ে জটিলতা বাড়ে।

ফিরোজের গল্পগুলিতে সমাজভাবনা স্পষ্ট। তবে ধর্মগ্রন্থের বিরোধিতা করে 'অতি বাস্তব' বিষয় লিখে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে চেয়েছেন তিনি। ইন্দ্রিয়জ কলার প্রতি বেশি জোর দিতে গিয়ে শব্দচয়নে শালীনতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। গল্পের প্লট নির্মাণে ধর্মগ্রন্থের সরাসরি বিরোধিতা ও রাজনৈতিক নেতাদের নাম না-লিখলেই ভালো হত। প্রথম গল্পের কোনও কোনও অংশ পর্ণো-কাহিনিকেও হার মানাবে।

সমাজসংস্কারের ভাবনা নিয়ে লেখা বামনগোলা থেকে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধগ্রন্থ মিলেছে। একটি স্বামী গিরিজাত্মানন্দের 'মহাপ্রাণ'[৩] ও অন্যটি জীতেন্দ্রনাথ মণ্ডলের 'ধর্মের আড়ালে ঢাকা ইতিহাসের কিছু কথা'[৪]।

স্বামী গিরিজাত্মানন্দ বামনগোলার গাঙ্গুরিয়ার গ্রামে 'শ্রীশ্রীসারদাতীর্থম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান খুলে জনহিতকর কাজে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। মালদহ রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি। গাঙ্গুরিয়ায় এসে সেখানকার যুবক-যুবতীদের স্বচ্ছ মনোভাবাপন্ন করে গড়ে তুলতে 'মহাপ্রাণ' লেখেন। ১২ জানুয়ারি ২০০৪ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি। মুখবন্ধ লিখেছেন মালদহ মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্তোষকুমার চক্রবর্তী। পাঁচটি পরিচ্ছেদে 'মহাপ্রাণ' সম্পূর্ণ— ক) হে মহাপ্রাণ! ওঠো! জাগো! খ) মানুষ চাই গ) চরৈবেতি ঘ) নীরব কর্ম ও প্রসারিত দৃষ্টি এবং ঙ) মাতৃমুক্তি। প্রতিটি পরিচ্ছদেই স্বামীজির বাণীর বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে পরামর্শ দিয়েছেন, "যদি এগোনোর আগে কেবল

জল্পনা-কল্পনা নিয়ে বেশি সময় কাটে, তা হলে মূল কাজ অনেক দূরে সরে যাবে।" (পৃ.৮)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, "মানুষের অন্তররাজ্যের উন্নতির চেষ্টা না-করে কেবল বাহ্যিক সভ্যতার উন্নয়নের জন্য যে-প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে তা অচিরেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।" (পৃ.১১) তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি উৎসাহ দান করে লিখেছেন, "অতীতের সফলতা-বিফলতা কোনওটির উপর আকর্ষিত না-হয়ে, কেবল সামনে এগিয়ে চলার গতিতে বদ্ধপরিকর হওয়া চাই।" (পৃ.১৩)

গ্রন্থটির চতুর্থ পরিচ্ছেদে কর্মের প্রতিদানে প্রত্যাশার আকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে সরে আসার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "পরের জন্য কর্ম করতে গেলে তো, নিজের জন্য কর্ম করা হয়ে যাচ্ছে। এর থেকে প্রতিদান, পুরস্কার, অনুপ্রেরণা আর কী হতে পারে?" (পৃ.১৭) শেষ পরিচ্ছেদে প্রাবন্ধিক সর্বশক্তি দিয়ে মানুষের চিত্তবৃত্তি শোধন করতে চেয়েছেন। কেননা "আমরা শিক্ষা, দীক্ষা, বিজ্ঞানে যতই পারদর্শী হচ্ছি, ততই হয়ে উঠছি কুটিল জটিল লোভী স্বার্থপর।" (পৃ.২৩)

তৎসম শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদের প্রাচুর্য থাকলেও গিরিজাত্মানন্দজীর গদ্য সাবলীল। তবে অনুচ্ছেদের পরিসর ছোটো ও হরফের আকার বড় করলে গ্রন্থটি আরও আকর্ষণীয় হত।

জীতেন্দ্রনাথ মণ্ডলের 'ধর্মের আড়ালে ঢাকা ইতিহাসের কিছু কথা' প্রবন্ধগ্রন্থটিতে প্রকাশকালের উল্লেখ নেই। নেই ভূমিকাও। পিছিয়ে-পড়া মানুষদের রাজনৈতিক ভাবে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন প্রাবন্ধিক। দেশে "মরমী সহানুভূতিশীল সরকার" (পৃ.১৮) প্রয়োজন বলে মনে করেছেন তিনি। মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টের একটি অংশ মুদ্রণ করে তিনি দেখিয়েছেন, উচ্চপদস্থ চাকরির ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের লোকেরাই বেশি নিযুক্ত হয়েছেন। ভাষার সাবলীলতা থাকলেও বানান নিয়ে নজর দেননি জীতেন্দ্রনাথবাবু।

গাজোলের শঙ্করপুরের কালীপদ সরকার 'গাজোলের ইতিকথা'[৫] নামে প্রবন্ধগ্রন্থ লিখেছেন। ২ অক্টোবর ২০০১ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের ঢঙে গ্রন্থটির শুরু। কিন্তু এটি আত্মকথনধর্মী প্রবন্ধ। মূলত গাজোল ব্লকের চিত্রাঙ্কন। গ্রন্থটি থেকে অনেক প্রাচীন তথ্য জানা যায়। তবে কয়েকটি বিষয়ের ঐতিহাসিক সত্যতার প্রমাণ দাখিল করলে গ্রন্থটি আরও সমাদৃত হতো।

উর্দুতে 'গজল' শব্দের অর্থ হরিণ-চোখ। এখান থেকে গাজোল ভূখণ্ডের নামকরণ হয়ে থাকতে পারে বলে তাঁর অনুমান। অতি-অনুরাগে তিনি বলেছেন, "গাজোল তুমি সত্যিই হরিণচোখের মতো আকর্ষণীয়।" (পৃ.৯৭) তবে ভাল গল্প-লিখিয়ে কালীবাবু এ গ্রন্থটিকে ভাষার গুরুচণ্ডালী দোষ থেকে মুক্ত রাখতে পারেননি।

গাজোলের ব্লকপাড়ার শ্রীকৃষ্ণদেব ভার্মা 'মরশুমি ফুলচাষ' নামে একটি প্রবন্ধগ্রন্থ লিখে ভার্মা নার্সারির পক্ষ থেকে ২০০৩-এ প্রকাশ করেছেন।[৬] তিলাসন হাইস্কুলের শিক্ষক শিবেন্দুশেখর মিশ্র বরিন্দের হাজার বছরের ইতিবৃত্তকে টেনে এনেছেন একটি গ্রন্থে। তাঁর 'পায়ে পায়ে হাজার বছর' গ্রন্থটি ২০০৬-এ প্রকাশ করে বুলবুলচণ্ডীর উত্তরণ পুস্তক মন্দির। গ্রন্থটি তথ্যসমৃদ্ধ।[৭]

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না-হলেও বরিন্দের অনেক লেখকই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গল্প ও প্রবন্ধ রচনায় বেশ পটু গাজোলের সরকারপাড়ার রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রুতি মুখোপাধ্যায়, জামতলার রফিকুল হক, শিক্ষকপল্লীর বনমালী বর্মন, নয়াপাড়ার নিমাই চক্রবর্তী, বিবেকানন্দপল্লীর যুগল চক্রবর্তী, কদুবাড়ির লিটন বালো, নালাগোলার পরিমল সরকার, স্বপন চক্রবর্তী, সুমন্ত কীর্তনীয়া, পাকুয়ার শম্ভুনাথ সাহা, কানতুর্কার মণ্টু বর্মন প্রমুখ।

পাকুয়াহাটের সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধ অনুকূল বিশ্বাস তাঁর 'টাঙনের পাড়ে দুই বছর'[৮] শীর্ষক স্মৃতিচারণধর্মী প্রবন্ধে লিখেছেন যে, ১৯৫৬-'৫৭ সালে বামনগোলা থানার পাশ থেকে নৌকোতে চেপে টাঙন ও মহানন্দার উপর দিয়ে মালদহ শহরে যাওয়া যেত। বর্ষায় টাঙনকে তাঁর ভরা-যুবতীর মতো লাগতো। শীতে জল কম থাকলেও তার রূপের ঘাটতি হত না। কিন্তু "আজ বুক ভরা পলি নিয়ে তার মান-সম্মান-নাম পর্যন্ত হারিয়ে গ্রামের ঠাকুরমার মতো দাওয়ায় পা-ছড়িয়ে বসে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে।" (পৃ.১)

বামনগোলার অবনীভূষণ মণ্ডলের 'পদ্য নিয়ে গদ্য কথা'[৯], 'পারাপার'[১০], 'কেতুকাকার ডাইরি থেকে'[১১] প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গল্প। রহিমুদ্দিন মিঞার 'যবনিকা'[১২], মহেশ্বর ভট্টাচার্যের 'গেরস্থালি'[১৩], গোপালপ্রসাদ সাহার 'ডাকাত বানর'[১৪], বিনয়কৃষ্ণ বোসের 'বকুলতলার চিঠি'[১৫] প্রভৃতি গল্প বেশ সুসংবদ্ধ। বকচরের সুভাষ সরকারের 'শিবডাঙির শিবমন্দির'[১৬] একটি পুরাসমৃদ্ধ প্রবন্ধ। অধীর সরকারের প্রবন্ধ 'পণপ্রথা ও সাহিত্যসমাজ'[১৭], অতুলকুমার মণ্ডলের রম্যরচনা 'কথার কায়দা'[১৮] ও রঘুনাথ বর্মনের ভ্রমণকাহিনি 'সিডাই বাঁধের সমুদ্রসৈকত'[১৯] অনেকটাই সংহত। নালাগোলার অরুণকান্তি বালার 'দ্বিতীয় পংক্তির সন্ধানে'[২০] ও 'বিউটি নামের মেয়েটি'[২১] গল্পদুটির আঙ্গিক অভিনব।

নাট্যরচনাতেও এই জনপদ পিছিয়ে নেই। তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাইন'[২২], অনীত কুণ্ডুর 'চরৈবেতি'[২৩], প্রবাল লালার 'চেতনা'[২৪], 'উত্তরণ'[২৫] ও 'জীবনরেখা'[২৬] এখানকার উল্লেখযোগ্য নাটক।

তাই টাঙন অববাহিকা অঞ্চলের গদ্যসাহিত্যচর্চা নিতান্তই অপ্রতুল নয়।

233315

18 OCT 2011

তথ্যসূত্র :

১. বেদনার বালুচর, মুহা. আব্দুল ওয়াহাব, জানুয়ারি ২০০৭, ক্রিসেন্ট পাবলিকেশন, গাজোল, মালদহ

২. সিদ্দিকুল্লাহ ও মুসলমান, ফিরোজ সরকার মুন্না, ১ বৈশাখ ১৪১৫, প্রকাশক: লেখক নিজেই

৩. মহাপ্রাণ, স্বামী গিরিজাত্মানন্দ, ১ম সংস্করণ, ১২ জানুয়ারি ২০০৪, প্রকাশক : অরুণকুমার মণ্ডল, সম্পাদক: গাংগুরিয়া শ্রীশ্রীসারদাতীর্থম, মালদহ

৪. ধর্মের আড়ালে ঢাকা ইতিহাসের কিছু কথা, জীতেন্দ্রনাথ মণ্ডল, মহেশপুর, মালদহ থেকে প্রকাশিত

৫. গাজোলের ইতিকথা, কালীপদ সরকার, ১ম প্রকাশ, ২ অক্টোবর ২০০১, প্রকাশক: আশুতোষ সরকার, গাজোল, মালদহ

৬. মরশুমি ফুলচাষ — শ্রীকৃষ্ণদেব ভার্মা, ১ম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৩, ভার্মা নার্সারি, গাজোল, মালদহ

৭. পায়ে পায়ে হাজার বছর — শিবেন্দুশেখর মিশ্র, ১ম সংস্করণ, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৬, উত্তরণ পুস্তক মন্দির, বুলবুলচণ্ডী, মালদহ

৮. লেখকের হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত

৯. তরঙ্গ, ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৩, পাকুয়াহাট, মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ১৯

১০. তরঙ্গ, ১ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পাকুয়াহাট, মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ১৮

১১. কোজাগরী, জানুয়ারি ২০০৪, পাকুয়াহাট, মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ১৬

১২. দীপশিখা, ৪র্থ বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা ১৪০৪, নালাগোলা, মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ১৬

১৩. সাহিত্য শরণি, ৩য় বর্ষ, ২৬ সংখ্যা ১৯৯০, বুলবুলচণ্ডী মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ০১

১৪. কোজাগরী সাহিত্য উৎসব, ৩য় বর্ষ ২০০২, পাকুয়াহাট মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ০৪

১৫. কোজাগরী, ২০০৯, পাকুয়াহাট, মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ০৯

১৬. লেখকের হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত

১৭. জিজ্ঞাসা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১ আগস্ট ২০০২, বারোমাইল, বিনোদপুর মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ০৩

১৮. জিজ্ঞাসা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১ আগস্ট ২০০২, বারোমাইল, বিনোদপুর মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ০৩

১৯. জিজ্ঞাসা, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, নভেম্বর ২০০২, বারোমাইল, বিনোদপুর মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ০৩

২০-২৬. লেখকদের হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি